যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো পাঠদান হয় না

যুগান্তর রিপোর্ট

গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনামাফিক পাঠদান হচ্ছে না। এ কারণে শিক্ষার্থীরা কোচিং ও গাইডমুখী হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যে প্রকল্প কাজ করছে, সেটি মূল কাজ ফেলে শুধু নিয়োগ ও টেন্ডার নিয়েই বেশি সময় ব্যয় করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) অর্ধ-বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি টিএম আসাদুজ্জামান এতে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিবেদনে প্রকল্পের যেসব সমস্যা উঠে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হবে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক কাজ হচ্ছে। কিন্তু মনিটরিং না হওয়ার কারণে তার চিত্র দেখা যাচ্ছে না। তাই সব কাজের জবাবদিহিতা বাড়াতে মনিটরিং ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হবে।

মাউশির পরিবীক্ষণে তথ্য

মাউশির অধীন বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পের ওপর ভিত্তিতে করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের কার্যক্রমের এ প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ শিক্ষকরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেয়ার বিষয়ে সচেতন নন। মাদ্রাসাসহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ল্যাপটপ ও সবকিছু অবহেলায় অকার্যকর হয়ে পড়ে রয়েছে। সেকায়েপ প্রকল্পের অধীন শিক্ষার্থীদের বইপড়ার ওপর পাঠাভ্যাস তৈরি করার কথা। মনিটরিং সেলের তথ্যানুযায়ী তা যথাযথভাবে হয়নি।

প্রতিবেদনে জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়, শুধু কয়েকটি দিবস পালন ছাড়া তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। কাগজে-কলমে অনেক আয়োজন দেখানো হলেও তার বাস্তবতা খুঁজে পায়নি মনিটরিং দল। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাড়ানো ও অনিয়ম বন্ধ করতে হবে। প্রচুর ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে এই প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ চলছে বলে অভিযোগ আছে। মাউশির পরিকল্পনা বিভাগের এক কর্মচারীর ব্যক্তিগত হিসাবের মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের ব্যয়ের অভিযোগ আছে। ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এই প্রকল্পের ব্যয়ের ওপর ঘোরতর অডিট আপত্তি পড়েছে। ১৫০০ কলেজ স্থাপন প্রকল্পের ব্যাপারে প্রতিবেদনে বলা হয়; ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২৫৫টি কলেজের কাজ শেষ হওয়ার কথা। জুলাই-ডিসেম্বরে ৫৭৩টি ভবনের ১ম তলা নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০৫টি ভবনে ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও ৩১০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহের কথা থাকলেও ১৬৩টিতে দেয়া হয়েছে।

টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫ হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলছে। ২৭টি ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন, শিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। ডিগ্রি পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্পের কার্যক্রমে জটিলতা, ভুয়া ব্যক্তিদের উপবৃত্তি দেয়ার তথ্যও এতে তুলে ধরা হয়েছে। এতে ঢাকা শহরের মধ্যে ১১টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৬টি কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৭টি বিভাগীয় শহরে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। এতে সমস্যা সমাধানে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আছে সব প্রকল্পের জন্য মনিটরিং বৃদ্ধি; উপবৃত্তি গ্রহীতাদের ডাটা কালেকশনে জটিলতা নিরসন; গ্রামীণ জনপদে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি; আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ; মোবাইল টেকনোলজি ব্যবহার করে অভিন্ন পদ্ধতিতে উপবৃত্তি প্রদান করা। এছাড়া সময়মতো প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের সুপারিশও করা হয়।